আন্না হাজারেকে অরুণ জেটলির চিঠি

অরুণ জেটলি
রাজ্যসভার সদস্য
বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

৪৩, পার্লামেন্ট হাউস
নয়াদিল্লি-১১০ ০০১
টেলি- ২৩০১৬৭০৭,
২৩০৩৪৮৮৩
ফ্যাক্স- ২৩৭৯৩৪৩৩

ডিসেম্বর ১০,২০১৩

মাননীয় আন্নাজি,

লোকপাল নিয়ে আপনার ৩০ শে নভেম্বর, ২০১৩-র চিঠিটা পেয়েছি। সর্বতোভাবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার ব্যাপারে আমার দল ও আমি একমত এবং সে কারণে আমরা মনে করি, লোকপাল দ্রুত কার্যকর করা উচিত।

এই ইস্যুতে আপনার চিঠিতে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির ইঙ্গিত পেয়ে আমি সেই সম্ভাবনা দূর করতেই চিঠি লিখছি। লোকসভায় ২০১১-র ২৭ শে ডিসেম্বর যে বিলটি গৃহীত হয়েছে তা যেমন জন লোকপাল নয়, তেমনি আমাদের কাছে আশানুরূপও নয়। লোকসভায় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিল পাস করে লোকপাল গঠন করতে চেয়েছে, আদতে লোকপাল স্বশাসিত সংস্থা হয়ে ওঠার বদলে সরকারি নিয়ন্ত্রণেই থেকে যাবে। আপনি এবং আমরা কেউই এই "সরকারি" লোকপাল চাই না। রাজ্যসভায় ২৯/১২/২০১১য় এই বিল পেশ হয়েছিল। কেন্দ্র লোকসভায় "সরকারি লোকপাল " পাশ করানোর লক্ষ্যে বিলে যে সমস্ত ধারা বহাল রেখেছে রাজ্যসভায় তার বিরোধিতায় নামে সব বিরোধী দল। উল্লেখিত বিল বাতিলের দাবি উঠলেও লোকপাল আইন করার পক্ষে দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং লোকপালকে যথাযোগ্য মান্যতা দেওয়ার দাবি জানিয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব দিই। রাজ্যসভায় সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমর্থনও ছিল। সংশোধিত বিল গৃহীত হলে ফের লোকসভার বিবেচনার জন্য পাঠানো যেত কিন্তু রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সে পথে যাননি। দেশবাসীকে বঞ্চিত করে রাজ্যসভায় বিশ্বাসযোগ্য লোকপাল গঠনের জন্য বিল পাশের সুযোগ না দিয়ে তিনি সভা অনির্দিষ্টকাল মুলতুবি করে দেন। আমি যেসব তথ্য রাজ্যসভায় বলেছিলাম তা এই চিঠির সঙ্গে পাঠালাম।

এই ভাবে রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সিলেক্ট কমিটির আমি অন্যতম সদস্য। সিলেক্ট কমিটির সামনে দলের তরফে আমি এবং দলের দুই নেতা রাজীবপ্রতাপ রুডি ও ভূপিন্দর যাদব প্রস্তাবগুলো তুলে ধরি। প্রস্তাবে দলের দায়বদ্ধতার কথা জানানো হয়। এই চিঠির

সঙ্গে সেই প্রস্তাবের প্রতিলিপিও থাকছে। শেষ পর্যন্ত সিলেক্ট কমিটি আমাদের কিছু প্রস্তাব মেনে নিয়েছে, কিছু খারিজ করেছে।সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হবে। রিপোর্ট সংশোধন বা গ্রহণ করার অধিকারী একমাত্র সংসদই। কিন্তু সরকার বুঝেশুনে জট পাকাতে চেয়ে ২০১৩-র ৩১ শে জানুয়ারি মন্ত্রিসভায় রিপোর্ট পেশ করে। গত ১লা ফেরুয়ারি,২০১৩-য় আমার নিবন্ধে সরকারের এই নীতির বিরোধিতা করেছি। গত ৬ মার্চ, ২০১৩-য় রাজ্যসভাতেও বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

বিতর্কিত এই বিল সংসদে আলোচনার জন্যও রাখা হয়নি। দেখেশুনে মনে হয়, আলোচ্যসূচিতে রাখার ব্যাপারেও সরকারের কোনও আগ্রহ নেই। আপনাকে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, এই বিল নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে আমাদের দল প্রস্তুত এবং সর্বাগ্রে থাকবে। আপনার চিঠির জবাব বিশদে দিলাম যাতে এই ইস্যুতে দল ও আমার অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শ্রদ্ধাসহ

বিনীত

অরুণ জেটলি

প্রতি :-

শ্রী কে বি ওরফে আন্না হাজারে

রালেগাঁ সিদ্ধি, তাল পারনার

জেলা- আহমেদনগর, মহারাষ্ট্র

ভারতীয় জনতা পার্টি

১১ অশোক রোড ,নয়া দিল্লি **ডিসেম্বর ২৯, ২০১১**

২৯.১২.২০১১-য় লোকপাল ও লোকায়ুক্ত বিল, ২০১১ নিয়ে রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলির বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম

দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে শাস্তি দিতে একটা শক্তিশালী ও কার্যকর আইনি ব্যবস্থা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্য ইতিহাস আমাদের এই সুযোগ করে দিয়েছে। দুর্বল এবং অসার আইন প্রণয়ন করে এই সুযোগ অব্যবহার করে জনগণকে দেখানো যায় যে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। আবার, দুর্নীতি দমন করতে দেশের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত আইন প্রণয়নেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারি।

বর্তমান পরিস্থতি

আমরা এমন একটা সমাজে বাস করি যেখানে সরকারি কাজের দক্ষতা ও পরিচালনার উপর মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল নিয়েও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে। সরকারি স্তরে দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে জমি, খনি, মদ, পুরসভা, প্রাকৃতিক সম্পদ, রাজস্বের মতো দফতরগুলো।

আজকাল দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো হাতিয়ার পর্যাপ্ত নয়। তদন্তের কাজেও রাজ্য প্রভাবিত করতে পারে। আইনি বিচার পদ্ধতিও মন্থর ও সময়সাপেক্ষ। এসব দেখেশুনে হতাশা চেপে বসে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের সোচ্চার হওয়ার মধ্যে আশার আলো দেখা যায়।। এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষণীয়। রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধিরা দুর্নীতির দমনে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে নয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি কিছু লেনদেনের ক্ষেত্রে বিপুল দুর্নীতি ফাঁস হওয়ায় জনরোষ আরও বেড়েছে। সরকার চাপে পড়ে অনিচ্ছার সঙ্গে দুর্নীতি দমনে যে বিলটি এনেছে সেটাই দুর্নীতি-বিরোধী মানসিকতার জয়। এই ইস্যুতে আমাদের সকলের অবস্থান ঠিক কোথায় তা কাজের শেষে পরখ হবে। মনে রাখতে হবে ,আমরা কী একটা দুর্বল অসার বিলে সমর্থন দেব নাকি দুর্নীতি দমনে উপযুক্ত কার্যকর আইন সুনিশ্চিত করব। শুধু সরকার ও তার সহযোগী দলই নয়, সংসদের সব দলকেই বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। যে সব দল মুখে বিরোধিতা করলেও সক্রিয় দিতে নারাজ তারাও কিন্তু দুর্বল অসার বিলের সমর্থক হিসেবে বিবেচিত হবে।

সংবিধান সংশোধন কি জরুরি ছিল?

লোকসভায় খারিজ হওয়া সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব লোকপাল ও লোকায়ুক্তকে বিশেষ মর্যাদা দিত না। এটা শুধু সুনিশ্চিত করত যে কেন্দ্রে লোকপাল ও রাজ্যে লোকায়ুক্ত থাকবে। সংবিধান সংশোধন করে সাধারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে উপযুক্ত লোকপাল করা সম্ভব।অযথা ধোঁয়াশা পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে।

সংবিধানের ২৫৩ ধারায় ভারত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বলবৎ করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার কেন আদর্শ আইন-বিধি প্রণয়ন করবে না যা রাজ্য সরকাগুলো মেনে চলবে। সংবিধানের ২৫২ ধারায় সংসদকে এধরনের আদর্শ আইন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের জন্য কোনও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা নেই ভারতের। যদি কেন্দ্র মনে করে যে রাজ্য লোকায়ুক্ত আইন করার অধিকার তার রয়েছে তাহলে রাজ্যের এ সংক্রান্ত ক্ষমতা চলে যাবে এবং বর্তমান রাজ্য লোকায়ুক্ত আইন অচল হবে। এর ফলে ৬৪(৫) ধারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। কেন্দ্রে যদি এধরনের আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার থাকত তাহলে রাজ্য আইনের এই পরিবর্তন

দরকার হত না। সাংবিধানিক ভাবে সঠিক পথ হল দুটি রাজ্যের সম্মতি প্রস্তাব পেয়ে ২৫২ ধারায় আইন প্রণয়ন করা।

সংরক্ষণ নিয়ে

সংবিধান মেনে সংরক্ষণ করার পক্ষে আমার সায় রয়েছে। কিন্তু এই বিলে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে যা সংবিধান সম্মত নয়। এছাড়া, ৫০ শতাংশ সদস্যের 'কম নয়' শব্দ-বন্ধ রয়েছে। লোকপালের নয় সদস্যদের মধ্যে পাঁচ জনের সমর্থন থাকায় সে হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের চেয়ে কিছুটা বেশিই রয়েছে। তাহলে সরকার কেন লোকপাল আসার আগেই তাকে শেষ করে দিতে চায়।

সংসদের অভিপ্রায়

অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক (সিটিজেন চার্টার) এবং সব আমলাকে লোকপালের আওতায় আনতে চায় সংসদ। কিন্তু সরকার নাগরিকদের জন্য পৃথক আইন করতে ইচ্ছুক। আমরা চাই সংসদের অভিপ্রায়কে সম্মান দেওয়া হোক। সি এবং ডি ক্যাটাগরির কর্মীর সঙ্গে এ এবং বি কর্মীর মতোই সম-আচরণ করা উচিত। নিজস্ব বিধি নির্ধারণের জন্য লোকপালকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

স্যর, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। আমরা আজ এক সংহতি গড়ে তুলতে চাইছি। দেখতে হবে তা যেন গড়ার আগেই দিশাহীন না হয়। আমাদের প্রয়োজন এক শক্তিশালী স্বাধীন লোকপাল। কার্যকর লোকপালের জন্য স্বশাসিত সিবিআই দরকার। দুর্বল লোকপাল চাই না। দুর্নীতি বিরোধী লড়াই ও কেন্দ্র-রাজ্যের ক্ষমতা ভাগাভাগিকে একাসনে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্র ও রাজ্য পাশাপাশি থাকবে। আমরা ইতিহাস তৈরি করতে চলেছি। যদি ভুল করি তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষমা করবে না। আমাদের ত্রুটি তাদের শোধরাতে হবে।

(রাম কৃপাল সিনহা)

সচিব, বিজেপি সংসদীয় দল

বিল এনে কেন্দ্র বলছে লোকপালকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিতে চায়। মনে রাখা উচিত, শুধুমাত্র স্টেটাসে ক্ষমতা বাড়ে না। লোকপাল বিলই একই সঙ্গে ক্ষমতা ও অধিকার দিতে পারে। সাংবিধানিক স্টেটাস দিয়ে মূল্যহীন দুর্বল লোকপাল হল ক্ষমতার জালিয়াতি। এমনকী সংবিধান সংশোধন না করেই সাধারণ আইন প্রণয়নই যথেষ্ট। এই আইন করা হয়েছে কিছু লোককে তুষ্ট করতে যারা মনে করে অধিকার ছাড়াই শুধু স্টেটাস সর্বস্ব লোকপাল পরিবর্তন আনবে। আইন প্রণয়নের জন্য অনাবশ্যক সংবিধান সংশোধন সংসদের কাজ নয়। প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনের

জন্য ২৫২ ধারায় সংসদের অধিকার নিয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা না দিলে রাজ্যের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করার শামিল হবে ।

কী কী ইস্যু?

শক্তিশালী লোকপালের পক্ষে যেমন রয়েছি. তেমনি দুর্বল কমজোরি লোকপালের বিপক্ষে। কী ভাবে এই আইনের বিচার করব? তিনটি ভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা দেব।

১. বিলের বিষয়

লোকপালে নিয়োগ পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ ৪) সরকারি হাতে থাকবে। প্যানেলের পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনকে মনোনীত করা হবে। সার্চ কমিটির সদস্যের যোগ্যতা নির্ধারণ করা নেই। অপসারণের ক্ষমতাও সেই (অনুচ্ছেদ ৩৭) সরকারের হাতে। যদি কোনও নাগরিক লোকপাল সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হন তাহলে তাঁকে সরকারের মাধ্যমেই আবেদন করতে হবে, এবং সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারবে কিনা তা ঠিক করবে সরকার। যদি সরকার দেখে কোনও লোকপাল অসুবিধাজনক তাহলে তাঁকে সাসপেন্ড করতে পারে।সুপ্রিম কোর্টের বদলে সরকারের হাতে কেন সাসপেন্ড করার ক্ষমতা থাকবে? সরকার কী চায় ডেমোক্লিসের তরোয়ালের মতো লোকপালের মাথার ওপর ঝুলবে, একটু বেচাল হলেই তাকে সাসপেন্ড করবে।লোকপালের কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও সরকারের সক্রিয় ভূমিকা থাকছে।

তদন্ত ও অনুসন্ধানের পদ্ধতি

তদন্ত ও অনুসন্ধানের পদ্ধতি অযৌক্তিক। লোকপাল নিজের থেকে কোনও কাজ হাতে নিতে পারবে না। শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ করবে। কোনও অভিযোগ পেলে কেস নিয়ে এগোবে কিনা তা ঠিক করবে। এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলে প্রাথমিক তদন্ত করে দেখবে।তদন্ত শাখাকে দিয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেবে অথবা সিভিসি-কে দায়িত্ব দিতে পারে। এ এবং বি শ্রেণির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সিভিসি ফের লোকপালকে জানাবে। তখন লোকপাল সিদ্ধান্ত নেবে বিষয়টি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেবে নাকি অন্য কোনও এজেন্সিকে দেবে।লোকপালকে জানানোর সঙ্গে অসৎ কর্মীর কথাও শুনবে এবং তদন্তের গতি প্রকৃতিও জানাবে। সিবিআই তদন্ত করলে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেবে লোকপালকে। মামলায় সোপর্দ করার দায়িত্বও তাদের।

পৃথিবীর কোথাও তদন্তে ভার এক জনের হাতে আর সোপর্দ করার দায়িত্ব অন্যজনের, এমনটা হয় না। মামলা করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব সিবিআইকে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সিবিআই-এর অবস্থা

আমাদের মতে, সিবিআই ডিরেক্টরের নিয়োগ স্বাধীন পদ্ধতির মাধ্যমে হওয়া উচিত। প্রসিকিউশনের ডিরেক্টরের নিয়োগও একই ভাবে করা প্রয়োজন। সিবিআইয়ের তদন্তে সরকার অথবা লোকপাল কেউই নাক গলাতে পারবে না। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এটাই অনুসৃত নীতি এবং অনুসন্ধান পর্বে তদন্তকারী সংস্থাই শেষ কথা বলে। বিলের ২৫ নম্বর ধারার সংশোধন করে

সিবিআইয়ের ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক ক্ষমতা লোকপালের ওপর দেওয়া আবশ্যিক। দিল্লির বিশেষ পুলিসি ব্যবস্থা আইনেরও সংশোধন করা প্রয়োজন।

বেসরকারি সংগঠন

১৪(১)এইচ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের লোকপালকে তদন্তের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা অনুচিত। এটা সমাজ ব্যবস্থার উপর বদলার শামিল। এটা সংশোধন করা প্রয়োজন।

দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের আর্থিক ও আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য লোকপালের ৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদও সংশোধন করা দরকার।

লোকপালের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যত বেসরকারি সংস্থা ও সমাজে প্রভাব ফেলবে।সিবিআই-লোকপালের সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করা দরকার।সিবিআই স্বশাসিত না হলে লোকপাল পঙ্গু হয়ে পড়বে। তদন্তের বর্তমান পদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন।প্রধানমন্ত্রীকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য গোপনে তদন্ত করার ব্যবস্থাও যথাযথ নয়।

২. সরকার সাংবিধানিক দিক থেকে দুর্বল বিল এনেছে

ক. আইনসভার আস্থার অভাব

রাজ্য লোকায়ুক্তের দু ধরনের কাজের এক্তিয়ার। এক, ফৌজদারি অপরাধে মামলা রুজু করা। দুই, সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করার ক্ষমতা।

রাজ্যসভায় ৬ মার্চ, ২০১৩-য় বিতর্কের সংক্ষিপ্তসার

স্পেকট্রাম নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দাম্ভিকতা ঘুচে গেছে, এখন বিষণ্ণবদনে বলছেন, সুপ্রিম কোর্ট স্পেকট্রাম নিলাম শুরু করুক, আমরা এবিষয়ে কী করতে পারি? দাম্ভিকতার মুখের রং এরকমই বদল হয়! যখন সব ঠিকঠাক চলে তখন তুমিই সেরা। আর দুঃসময় শুরু হলে....ফুলের তোড়ার বদলে মানুষ ফুলের টব ছুড়ে মারে। বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হলে এমনটাই হয়। ভারতে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন ছিল খেলাধুলো ও পর্যটনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দিক। খেলাধুলোর জন্য বিশাল পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। পরিকাঠামোর কথা কারওর মনে নেই, এখন ওই কমনওয়েলথ গেমসের কথা আমরা মনে রাখি শুধু বিপুল দুর্নীতিকাণ্ডের জন্য।

অরুণ জেটলি বলছেন: টুজি স্পেকট্রামকাণ্ড নিয়ে আমি আবারও বলতে চাই গোটা টেলিকমের সাফল্যের গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়েছে এই স্পেকট্রামকাণ্ড। কয়লাকাণ্ড নিয়েও উল্লেখ করেছি কিন্তু আপনারা কোনও শিক্ষাই নেননি। ভিভিআইপি চপার চুক্তি নিয়ে কে ঘুষ খেল তা না খুঁজে, আপনারা বললেন, কয়েকজন সাংসদকে নিয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় দল তদন্ত করে দেখবে।

বিদেশি ব্যাঙ্কে কে টাকা জমা রেখেছে তা সাংসদদের পক্ষে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।জেপিসির সাংসদদের তদন্তের ক্ষমতা নেই। এমনকী তাঁরা একটা চিঠি দিতেও পারেন না।

মাননীয় চেয়ারম্যান,
লোকপাল ও লোকায়ুক্ত বিল ২০১২ সিলেক্ট কমিটি, (রাজ্যসভা)
নয়াদিল্লি

মহাশয়,
লোকপাল ও লোকায়ুক্ত বিল ২০১২ নিয়ে পর্যালোচনা চলছে এবং লোকসভায় যে বিলটি পাস করা হয়েছে সে বিষয়ে সচিবালয় থেকে এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে। ১৪৮ নম্বর থেকে ১৬৪ পর্যন্ত সংশোধনী এনেছে সরকার। আমরা কিছু প্রস্তাব দিচ্ছি:-

১. রাজ্য আইনসভার আওতায় লোকায়ুক্ত গঠনের অধিকার

সংবিধান স্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় গড়া ভারত। রাজ্য সরকারের গঠিত লোকায়ুক্তই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত এবং শাস্তির ব্যবস্থা করবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পরিষেবা দেওয়া সংক্রান্ত অধিকার সম্পূর্ণ ভাবেই রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত (সংবিধানের অষ্টম তফসিল ২ নম্বর তালিকার ৪১, রাজ্য জন পরিষেবা, স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন)। কেন্দ্র সংসদে আইন প্রণয়ন করে লোকয়ুক্ত গঠন করলে তা নিয়মবিরুদ্ধ কাজ হবে। রাজ্যকেই লোকায়ুক্ত গঠন করার অধিকার দিতে হবে। বিধানসভা ও আইন প্রয়োগকারীদের এক্তিয়ারের সীমারেখা এ ভাবেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাজ্য সরকারই লোকায়ুক্ত ব্যবস্থার পরিষেবা সঠিকভাবে দিতে পারে।

এই অবস্থায় আমরা বলতে চাই., কেন্দ্র সংবিধানের ২৫৩ ধারায় চুক্তির বাধ্যবাধকতা রদ করতে পারে না।

ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো সংবিধানের মৌলিক অংশ। ১৯৭৩-এ কেশবানন্দ ভারতী মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, আইন করে অথবা সংবিধান সংশোধন করে সংবিধানের মৌলিক অংশের বদল করা যাবে না। আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর করতে সাংবিধানিক বিধান আইন করে পাল্টানো যাবে না।এ বিষয়ে ১৯৭৩ সালের আগে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো নিয়ে যে আইন তা যথেষ্ট সন্দেহজনক ।

খ) রাষ্ট্রসংঘের দুর্নীতি বিরোধী সম্মেলনে নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সব রাজ্যের সম্মতি প্রয়োজন। ভারতের ফেডারেল নীতি মেনে রাজ্যের পরিষেবা

দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যই আইন প্রণয়ন করবে ।

গ) দুর্নীতি বিরোধী রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলনে কখনই বলা হয়নি যে, ওই আইন অভ্যন্তরীণ আইনি ধারা লঙ্ঘন করবে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি, সংবিধানের ২৫৩ ধারায় যে আইন করা হচ্ছে তা সংশোধন করতে হবে। এবিষয়ে আমাদের প্রস্তাব হল:-

(১) আইন করে কেন্দ্র বলতে পারে সব রাজ্যকে লোকায়ুক্ত গঠন করতে হবে এবং রাজ্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে।

(২) লোকায়ুক্ত নিয়ে পার্ট থ্রি-তে ২৫২ ধারা মোতাবেক সংসদ দুই অথবা অধিক রাজ্যের জন্য আইন জারির প্রস্তাব পাস করার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি পছন্দ-নির্ভর হতে পারে।

(৩) কমিটির কয়েকজন সদস্য বলেছেন, লোকপাল বিলের ধাঁচে অনুমোদিত আইন সংশোধন করে বা না করেই রাজ্যগুলোর কাছে পাঠানো যেতে পারে লাগু করার জন্য।

২. লোকপালের নিয়োগ

আমরা মনে করি খসড়া বিলের ৪ নম্বর ধারার সংশোধন প্রয়োজন। লোকপাল নিয়োগের জন্য নির্বাচক কমিটি সরকারের পক্ষাবলম্বন করতে পারে।

খসড়া আইনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট বিচারপতিকে লোকপাল মনোনীত করবেন। বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের একটা ভূমিকা থেকে যাবে। আমাদের প্রস্তাব হল, ৪(ই) ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে কমিটির পঞ্চম বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন প্রধানমন্ত্রী, সংসদের অধ্যক্ষ, বিরোধী দলনেতা ও প্রধান বিচারপতি।

৩. লোকপালের অপসারণ

লোকপালকে সরানোর ব্যাপারে ৩৭ নম্বর ধারার সংশোধন দরকার। রাজ্যসভায় পেশ করা বিলে সরকার এ বিষয়ে যে সংশোধনী এনেছে তাতে বলা হয়েছে, তদন্ত চলাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার লোকপালের সদস্যকে সাসপেন্ড করতে পারবে। সাসপেন্ড করার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকা উচিত। কেন্দ্রের হাতে এই ক্ষমতা থাকলে তার অপব্যবহারের সম্ভাবনা থেকে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিলে সেই সদস্যকে হটিয়ে দিতে পারে কেন্দ্র।

৪. লোকপালের কর্মী ও অন্যান্য কর্মকর্তা

খসড়া বিলে সরকারি প্যানেল থেকে লোকপালের ডিরেক্টর অব এনকোয়ারি, ডিরেক্টর অব প্রসিকিউশন, ও অন্যান্য কর্মী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।লোকপাল চাইলে কিছু সরকারি অফিসারকে তলব করতে পারার ক্ষমতা দিতে হবে।

৫. লোকপালের এক্তিয়ার

বিলের ১৪ নম্বর ধারার সংশোধন প্রয়োজন। সরকারি অফিস, ছাড়াও আংশিক অথবা পুরোপুরি সরকারি অর্থে পরিচালিত কোন সংস্থায় কাজ করা আমলাকে ডাকার অধিকার থাকবে

লোকপালের।সরকারি টাকার নয়ছয় হলে তা দেখবে লোকপাল। তবে বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে নাক গলাবে না।

নিম্নলিখিত ভাবে দুটি ক্ষেত্রে সংশোধনী দরকার:-

ক) ১৪(১)জি)-র চতুর্থ লাইনে " অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত" শব্দ দুটি বাদ দিতে হবে।

খ) ১৪(১)(এইচ) তৃতীয় থেকে পঞ্চম লাইন বাদ দিতে হবে। এই সংশোধনের লক্ষ্য হল, যেসব এনজিও সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থে চলে তাদের ক্ষেত্রেই তদন্ত করবে লোকপাল।

৬. তদন্তের পদ্ধতি

২০ নম্বর ধারায় তদন্তের পদ্ধতি নিয়ে যে কথা বলা হয়েছে তা বেশ বিভ্রান্তিকর এবং জট পাকাতে পারে। নীচে উল্লেখিত নীতি মেনে এর সংশোধন করা দরকার।

ক) অভিযোগ পেয়ে লোকপাল নিজস্ব তদন্ত শাখা অথবা সিবিআইকে তদন্ত অথবা প্রাথমিক অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিতে পারে।

খ) প্রাথমিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য যাচাই করে দেখবে এবং চাইলে সংশ্লিষ্ট দফতর ও জনগণের কাছ থেকে মতামত নেবে।

গ) প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে তদন্তকারী সংস্থা কেস বন্ধ করে লোকপালের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তাদের রিপোর্ট পাঠাবে।

ঘ) সিবিআই অথবা অন্য কোনও সংস্থাকে দিয়ে তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করার জন্য লোকপালকে বলতে পারে।

ঙ) তদন্ত শেষ হলে তদন্তকারী সংস্থা লোকপালকে রিপোর্ট পেশ করবে। এরপর লোকপাল কেস বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারে অথবা ফৌজদারি বিধি অনুযায়ী মামলা শুরু করার নির্দেশ দিতে পারে। অথবা সরকারি আমলা ও সংশ্লিষ্ট দফতরের মতামত চেয়ে লোকপাল ঠিক করবে মামলা করার প্রয়োজন আছে কিনা অথবা লোকপাল মামলার অনুমতি দিতে পারে আবার নাও পারে।

চ)এরপর লোকপাল সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারে।